بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সাঃ) এর মহান মর্যদা সম্পন্ন খলিফা হযরত ফারুকে আযম উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর প্রশংসা সূচক গুণাবলীর বর্ণনা।

রমযানে যে পুণ্য অর্জনের সৌভাগ্য হয়েছে সেগুলি এবং দরুদ শরীফ ও ইস্তেগফার কে রমযানের পরে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং বিশেষ দোয়ার আবেদন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে হতে প্রদত্ত ৭ই মে ২০২১-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছিল এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল। হযরত হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা হল, হযরত উমর (রা.) সর্বদা চরমভাবে ইসলামের বিরোধিতা করেছেন। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি ক্রমাগত ইসলামের বিরোধিতা করেছেন। একদিন তাঁর মনে ধারণা জন্মে যে, এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার ভবলীলা সাঙ্গ করে ফেললেই তো ভালো হয় আর এই ধারণা (মাথায়) আসতেই তিনি তরবারি হাতে তুলে নেন এবং মহানবী (সা.)-কে হত্যার মানসে বাড়ি থেকে বের হন। পথিমধ্যে জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে তিনি তাঁর বোন ও বোনাই এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে বোনের বাড়ি পৌঁছায় সেখানে দরজা বন্ধ ছিল আর ভেতরে একজন সাহাবীর পবিত্র কুরআন পড়ার শব্দ শুনতে পান। দরজা খুলতে বিলম্ব করলে হযরত উমর (রা.)'র রাগ বৃদ্ধি পায় আর তিনি তার ভগ্নিপতিকে সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন, তার ভগ্নিপতি কথা ঘুরানোর চেষ্টা করেন তখন হযরত উমর (রা.) প্রহার করার জন্য অগ্রসর হন। তার বোন স্বামীর প্রতি ভালোবাসার কারণে মাঝখানে এসে দাঁড়ান। হযরত উমর (রা.)-র হাত সজোরে তাঁর বোনের নাকে আঘাত করে আর সেখান থেকে রক্ত ঝরতে আরম্ভ করে। হযরত উমর (রা.) আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন। (তাই) হযরত উমর (রা.) কথা ঘুরানোর জন্য বলেন, আচ্ছা আমাকে বল, তোমরা কি পড়ছিলে? বোন বুঝতে পারেন, উমরের মাঝে কোমল অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই বোনের অনুরোধে হযরত উমর (রা.) গোসল করে ফিরে আসেন, তারপর তিনি (রাঃ) কোরানী আয়াত পাঠ করেন। হযরত উমর (রা.)'র মাঝে যেহেতু এক পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তাই কুরআনের আয়াত পাঠ করা মাত্রই তাঁর মাঝে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয় আর সেই আয়াতগুলো পাঠের পর তিনি অবলীলায় বলে ওঠেন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্। হযরত উমর (রা.) তৎক্ষণাৎ সে অবস্থায়ই অর্থাৎ যেভাবে নগ্ন তরবারি তিনি (কাঁধে) ঝুলিয়ে দ্বারে আরকামে রসূলুল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়ে যান। তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে সাহাবাদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরী হয়। হযরত হামজা বলেন, দরজা খুলে দাও। সে কী করে, আমি দেখব। অতএব, একজন গিয়ে দরজা খুলে দেয়। হযরত উমর (রা.) এগিয়ে আসলে মহানবী (সা.) তাকে বলেন, হে উমর! তুমি আর কতদিন আমার বিরোধিতা করতে থাকবে? হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি বিরোধিতার জন্য আসি নি, আমি তো আপনার দাসত্ব বরণ করতে এসেছি। যে উমর এক ঘণ্টা পূর্বেও ইসলামের চরম শত্রু ছিলেন এবং মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার অভিপ্রায়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন, এক নিমিষেই উন্নত মর্যাদার মু'মিন হয়ে যান।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের মধ্যে কেবল দু'জনকেই বাহাদুর বা বীরপুরুষ বলে মনে করা হত। একজন হলেন হযরত উমর (রা.) আর অপরজন, হযরত আমীর হামযাহ্ (রা.)। তারা দু'জনই যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাদের নিবেদনের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পবিত্র কা'বা গৃহে প্রকাশ্যে নামায আদায় করেন।

কুরাইশদের মাঝে যখন হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ করার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে তখন তারা চরম ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে এবং এই উত্তেজনার বশেই তারা হযরত উমর (রা.)'র বাড়ি অবরোধ করে। এমতাবস্থায় মক্কার শীর্ষনেতা আ'স বিন ওয়ায়েল সেখানে এসে উমরকে আশ্রয় দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এরপর হযরত উমর (রা.) বেশ কিছু দিন নিরাপদেই থাকেন কেননা, আ'স বিন ওয়ায়েলের নিরাপত্তার কারণে কেউ তার সাথে সংঘাতে জড়াত না। কিন্তু হযরত উমর (রা.)'র আত্মভিমান খুব বেশি দিন পর্যন্ত এই অবস্থাকে মেনে নিতে পারে নি। তাই অল্প কয়েক দিন যেতে না যেতেই তিনি (রা.) আ'স বিন ওয়ায়েলের আশ্রয় পরিত্যাগ করে বেরিয়ে যান। হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, এরপর আমি মক্কার অলি-গলিতে কেবল মার খেতাম নইলে মারতাম অর্থাৎ মানুষের সাথে মারামারি বা সংঘাত লেগেই থাকত কিন্তু হযরত উমর (রা.) কখনো কারো সামনে দৃষ্টি অবনত করেন নি।

হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের রেওয়ায়েত সমূহের ব্যাখ্যায় আ'স বিন ওয়ায়েল সাহ্মী-র উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব লিখেন যে, আ'স বিন ওয়ায়েল এর গোত্র বনু সাহ্ম এবং হযরত উমর (রা.)-র গোত্র বনু আদী পরস্পরের মিত্র ছিল। আর উক্ত চুক্তি, মৈত্রী ও সমর্থ নের কারণে আ'স বিন ওয়ায়েল হযরত উমর (রা.)'র সাহায্য করাকে নিজের নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, দেখ! মহানবী (সা.)-এর কেমন ঘোরতর শত্রু ছিল কিন্তু ঈমান আনার পর তাদের মাঝে কীরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। তাদের কেবল সংশোধনই হয়নি বরং তাঁরা (রা.) আধ্যাত্মিকতার এমন উন্নত মার্গে উপনীত হয়েছিলেন যে, তাদেরকে চেনাও দুষ্কর হয়ে পড়ে। অর্থাৎ তাদের কায়া পাল্টে গিয়েছিল (যে কারণে) চেনাই যেত না যে, এরাই তারা। হযরত উমর (রা.) ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছড়ি নিয়ে ঘুরতেন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন তখন তাঁর (রা.) মাঝে এমন এক পরিবর্তন সাধিত হয় যে, ধর্মের খাতিরে নিজ প্রাণ হুমকির মুখে ঠেলে দেন আর দিনরাত ইসলাম সেবায় রত হন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আবু জাহল এর পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর হত্যাতে পুরস্কার ঘোষণা এবং হযরত উমর (রা.)'র রাত্রি বেলাতে কা'বা গৃহে হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর দোয়া করতে শোনার ব্যাখ্যা বর্ণনা করার পর বলেন, এরপরের ঘটনা হযরত উমর (রা.) নিজেই বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) সিজদায় এমনভাবে কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন যে, আমি শিউরে উঠতে থাকি বা কাঁপতে থাকি। দোয়াতে তিনি (সা.) আরো বলেন, সাজাদা লাকা রুহী ওয়া জেনানী। অর্থাৎ হে আমার প্রভু ! আমার আত্মা এবং আমার অন্তরও তোমায় সিজদা করেছে। হযরত উমর (রা.) ব লেন, এসব দোয়া শুনে (ভয়ে) আমার কলিজা টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে সত্যের প্রতাপের দরুন আমার হাত থেকে তরবারি পড়ে যায়। মহানবী (সা.)-এর এই অবস্থা দেখে আমি অনুধাবন করি, তিনি সত্য আর অবশ্যই তিনি সফল হবেন। অন্য এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অবশেষে হযরত উমর মুসলমান হয়ে যায় এরপর আবু জাহল ও অন্যান্য বিরোধীদের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক ছিল তা একবারে ভেঙে যায় এবং তার পরিবর্তে অন্য এক নতুন ভ্রাতৃত্ব তৈরী হয়, হযরত আবুবকর ও অন্যান্য সাহাবারা মিলিত হয় এরপর সেই সম্পর্কের প্রতি কোনদিন খেয়াল পর্যন্ত হয়নি।

হযরত উমরের ইসলাম কবুলে ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর তিনটি ভিন্ন উদ্ধৃতি বর্ণনার পর হুযুর (আইঃ) বলেন, এই তিনটি জায়গায় রাত্রে খানা কা'বায় আক্রমণের উল্লেখ আছে। এ ঘটনার পর সম্ভবত প্রবৃত্তির তাড়নায় পরাভূত হয়ে আবার তিনি (রা.) দিনের বেলায়ও বেরিয়ে থাকবেন আর ঐ ভাই বোন ওয়ালা কাহিনী সামনে আসে।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (সা.) তিনবার এই দোয়া পড়ে তার বুকে হাত বুলিয়ে দেন যে, **আল্লাহুম্মা আখরিজ মা ফি সাদরিহি মিন গিল্লিন ওয়াবদিলহু ঈমানা**, অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তার হৃদয়ে যে বিদ্বেষ-ই রয়েছে তা দূর করে দাও এবং একে ঈমানে পরিবর্তন করে দাও।

একবার হযরত উমর (রাঃ) আঁ হযরত (সাঃ) এর প্রতি নিবেদন করে বলেন যে, আপনি কিছুর থেকে আমার প্রিয় শুধুমাত্র আমার প্রবৃত্তি ছাড়া। হুযুর (সাঃ) বলেন, তোমার ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নয় যতক্ষণ না তোমার প্রবৃত্তির থেকে আমি তোমার কাছে প্রিয় না হই। হযরত উমর (রাঃ) নিওবন করেন, আল্লাহর কসম! এখন আপনি আমার প্রবৃত্তির থে ও বেশি প্রিয়। নবী করিম (সাঃ) বলেন এখন ঠিক আছে।

হযরত উমরের মদীনায় হিজরতের ব্যাপারে হযরত আলীর এই বর্ণনা পাওয়া যায় যে হযরত উমর হিজরতের সংকল্প করে তলোয়ার আর তীর কামান নিয়ে খানা কা'বা যায় আর ঘোষণা করে যে, যে ব্যক্তি চায় যে, তার মা সন্তানহারা হোক, তার সন্তানরা এতীম হোক এবং তার স্ত্রী বিধবা হোক, সে যেন এই উপত্যকার ওপারে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে।

হযরত উমর (রা.)'র এভাবে প্রকাশ্যে হিজরত করা সম্পর্কে হযরত আলী (রা.) বর্ণনাকৃত এই একটি রেওয়ায়েতই রয়েছে যা উল্লেখ করা হয়ে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ জীবনীকাররা এটি থেকে ভিন্ন মত ব্যক্ত করেন। মুহাম্মদ হোসেন হেইকল নামক এক ব্যক্তি হযরত উমর (রা.)'র বর্ণাঢ্য জীবনী সম্বলিত একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি তাতে এই বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, মহানবী (সা.) হিজরতের নির্দেশ দেয়ার সময় বলেছিলেন, নীরবে, নিভৃতে ও লুকিয়ে মক্কা থেকে বের হবে, যাতে বিরুদ্ধবাদীরা জানতে না পারে, নতুবা তারা বাধা প্রদান করবে এবং তোমাদেরকে আরো কষ্ট দিবে। মহানবী (সা.)-এর এমন সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও হযরত উমর (রা.) কীভাবে তা অমান্য করতে পারেন!

মুহাজিরদের মাঝে সর্বপ্রথম যিনি আমাদের কাছে আসেন তিনি ছিলেন হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.), যিনি বনু আব্দুদ্ দ্বার গোত্রের সদস্য ছিলেন। এরপর হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম আসেন, যিনি অন্ধ ছিলেন এবং বনু ফেহের গোত্রের সদস্য ছিলেন। এরপর হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বিশজন লোকের সাথে বাহনে চড়ে আসেন। আমরা মহানবী (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনি (সা.) আমাদের পিছনেই রয়েছেন অর্থাৎ, কিছুদিনের মধ্যেই চলে আসবেন। এর কিছুদিন পর মহানবী (সা.) আগমন করেন আর তাঁর সাথে ছিলেন আবু বকর (রা.)। হযরত উমর

(রা.) মদীনায় পৌঁছে কুবায় রিফা' বিন আব্দুল মুনযের-এর আতিথ্য গ্রহণ করেন। যেমনটি আমরা জানি, কুবা মদীনা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত উঁচু স্থান। আর এখানে আনসারদের কয়েকটি গোত্র বসবাস করত। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিল আমর বিন অওফ-এর গোত্র। সেই গোত্রের নেতা ছিলেন কুলসুম বিন হিদম। কুবা পৌঁছে মহানবী (সা.) তার বাড়িতেই অবস্থান করেছিলেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, হযরত উমর (রা.)'র ভ্রাতৃত্ব বন্ধন হযরত ইতবান বিন মালেক (রা.)'র সাথে স্থাপিত হয়েছিল।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আযানের প্রচলন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মহানবী (সা.)-এর যুগে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ নামের এক সাহাবী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্বপ্নের মাধ্যমে আযান শিখিয়েছিলেন। আর মহানবী (সা.) তার সেই স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে মুসলমানদের মাঝে আযানের রীতি প্রচলন করেন। পরবর্তীতে কুরআনের ওহীও উক্ত বিষয়টির সত্যায়ন করে। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমাকেও আল্লাহ্ তা'লা এই আযানই শিখিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ দিন যাবৎ আমি নিশ্চুপ থাকি।

হযরত উমরের বর্ণনা আগামীতে অব্যাহত থাকার কথা বলে হুযুর (আইঃ) বলেন, আজ রমযানের শেষ জুমু'আ। এটিকে কেবল রমযানের শেষ জুমুআ হিসেবে পরিগণ্য করবেন না, বরং এ জুমুআ আমাদের জন্য ভবিষ্যতের নতুন পথ উন্মোচনকারী হওয়া উচিত। রমযানে যেসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে আর যেসব পুণ্যকর্ম করার সৌভাগ্য হয়েছে- তা রমযানের পরও আমাদের অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা উচিত, বরং এক্ষেত্রে আরো উন্নতি সাধন করা উচিত। অন্যথায় রমযান মাস অতিবাহিত করা আমাদের জন্য মূল্যহীন– যদি আমরা এই পুণ্যকর্ম এবং পবিত্র পরিবর্তনসমূহ ধরে না রাখি এবং এক্ষেত্রে উন্নতি সাধন না করি। বিগত জুমুআয় আমি দরূদ ও ইস্তেগফারের প্র তি মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম। তা কেবল রমযান পর্যন্ত ই যেন সীমাবদ্ধ না থাকে, অর্থাৎ রমযান অতিক্রান্ত হল আর আমরা জাগতিক কাজেকর্মে এমনভাবে নিমগ্ন হয়ে গেলাম যে, দোয়া এবং ইস্তেগফারের কথাই ভুলে গেলাম (এমন যেন না হয়)। এদিকে ইশারা করেই আমি বিশেষভাবে বলেছিলাম, আমাদের এ বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে। বর্তমান যুগে, যখন দাজ্জালি ষড়যন্ত্র নতুন নতুন অস্ত্র ব্যবহার করছে, জাগতিক চাকচিক্য অধিকাংশ মানুষকে নিজের বেড়াজালে আবদ্ধ করছে, আমাদের যুবকরা আর অনেক সময় শিশুরাও সেই চাকচিক্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়

আমাদের নিজেদের জন্যও অনেক দোয়া করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই শয়তানি ও দাজ্জালি আক্রমণ থেকে রক্ষা করুন আর নিজ সন্তানদেরকে নিজেদের সাথে সম্পৃক্ত রেখে, নিজেদের সাথে আবদ্ধ করে, নিজের সাথে তাদের একটি বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব এবং ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করাও আবশ্যক আর পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়ে, সন্তানদের হৃদয়ে পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি করে– তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে দিন, যেন তাদের কোন কাজ, আচার-আচরণ, কর্ম এবং চিন্তাভাবনা আল্ল াহ্ তা'লার সন্তুষ্টি পরিপন্থী না হয়, তাঁর শিক্ষার পরিপন্থী না হয়। তাদের নিকট যেন পার্থিব জগতের সকল মতাদর্শ এবং ফিতনার উত্তর থাকে। এমনটি যেন না হয় যে, কিছু প্রশ্নে র উত্তর তাদের জানা না থাকার দরূন তারা অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়বে। এসব ফিতনার সঠিক প্রত্যুত্তর জেনে তারা যেন নিজেদেরকে সেসব ফিতনা থেকে নিরাপদ রাখতে পারে।

একইভাবে এই বিষয়ের প্রতিও আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, বর্ত মানে করোনা ভাইরাসের যে মহামারি গোটা বিশ্বকে গ্রাস করে নিয়েছে, এ থেকে রক্ষা পাবার জন্য এবং আল্লাহ্ তা'লার দয়া লাভের জন্য ও বিশেষভাবে অনেক দোয়া করুন। একইভাবে যেসব দেশে আহমদীয়াতের বিরোধিতা তুঙ্গে রয়েছে এবং যাদের জীবন দুর্বিসহ করে তোলা হয়েছে তাদের জন্যও অনেক বেশি দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য সহজ সাধ্যতা সৃষ্টি করুন। পাকিস্তানের আহমদীদের এই দিনগুলোতে এবং পরবর্তীতেও সর্বদা বিশেষভাবে সদকাখয়রাত এবং দোয়ার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দেয়া উচিত। আমাদের এসব দোয়া এবং আল্ল াহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের এই প্রচেষ্টা শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। **"রাব্বি কুল্লু শাইয়্যিন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্ফাযনী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী"** এবং "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" এই দোয়াগুলো অধিক হারে পাঠ করুন, কিন্তু এটিও স্মরণ রাখবেন যে, শুধুমাত্র বুলিসর্ব স্ব দোয়া কোন কাজে আসে না। মানুষ চিঠি-পত্রে জিজ্ঞেস করে যে, আমি কোন দোয়া করব। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের নামায সুন্দরভাবে না পড়বো, যতক্ষণ আমরা এর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করব ততক্ষণ শুধুমাত্র দোয়া কোন কাজে আসে না। রমযান মাসে যেভাবে নামাযের প্রতি মনোযোগ দেয়া হয়, তা এর পরেও অব্যাহত থাকা উচিত, কেবল তবেই আমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও সাহায্য প্রকৃতপক্ষে লাভ করতে সক্ষম হব।

অনুরূপভাবে সকল প্রকার ফিতনা বা নৈরাজ্য থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও অনেক বেশি দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সফলতার সাথে রমযান অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন।

(মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত থেকে প্রেরীত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খোতবার অনুবাদ)

Khulasa Khutba Jumma (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 7 May 2021

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B